5

ভোরের কাগজ

তারিখ ... NOV. 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১ ....

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য

বহিষ্কৃত হয়েও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ নির্দেশ অমান্য করে হলে বসবাস

শাহাব উদ্দিন নীপু, চ.বি. থেকে : বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বহিষ্কৃত একজন ছাত্র তার বহিষ্কারাদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আগামীকাল ,সোমবার থেকে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতমধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর তার নামে প্রবেশ পত্রও ইস্যু করেছে। গতকাল শনিবারের আগ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো কিছুই জানতো না। এদিকে হলে সিট বাতিল হওয়া সত্ত্বেও দুজন শিবির ক্যাডার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে হলে অবস্থান করছে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত বছরের ১২ ডিসেম্বর তারিখ শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে আটজন ছাত্রকে এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে। ঐ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪০তম সিন্ডিকেট সভার ১২৮তম সিদ্ধান্তে তা অনুমোদিত হয়। বহিষ্কৃত এই আটজনের শাস্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর।

কিন্তু অর্থনীতি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আসিফ আহমেদ তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আগামীকাল সোমবার থেকে অনুষ্ঠেয় অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। পরীক্ষার ফরম পূরণ ছাড়াও তার নামে ইতিমধ্যে প্রবেশপত্রও ইস্যু হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গতকাল প্রক্টর অফিস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে একটি চিঠি ইস্যু করেছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে উপউপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ ভোরের কাগজকে জানান, 'ঘটনাটি আমি আজই (শনিবার) শুনেছি। আগামীকালের (রোববার) মধ্যে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

এদিকে একই অভিযোগে এক বছরের জন্য বহিষ্কৃত এবং হলের সিট বাতিল হওয়ার পরও শিবির ক্যাডার মিয়া মোঃ তৌফিক এবং মোঃ কবির হোসাইন হলে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। তৌফিক সোহরাওয়ার্দী হলে এবং কবির শিবিরনিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে থাকছে।